Text book

দৈনিক ইনকিলাব

008

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ৩ কার্তিক, ১৩৯৩

21 OCT 1986

অর্থ বই প্রসঙ্গে —

গত পাঁচ বছর ধরে দেশে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের অর্থ বই প্রকাশ বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত এক আইনের বলে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থ বই প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞার ফলেই অর্থ পুস্তক প্রকাশ বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাগণ এই নিষেধাজ্ঞা বাতিলের জন্য সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে আবেদন জানিয়ে আসছিল। এরই প্রেক্ষিতে সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন। উক্ত টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবক মহলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের সুপারিশমালা তৈয়ার করেছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের অর্থ বইয়ের উপর থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য টাস্ক ফোর্স সুপারিশ করেছে।

দেশে অর্থ বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা অথবা অর্থ বই প্রকাশ চালু করা বিষয়টি বিতর্কমূলক। আমরা বিতর্কে না গিয়ে শুধু বলতে চাই যে, অর্থ বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করার পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল। তার মধ্যে সম্ভবত প্রধান কারণ ছিল, কোন কোন অর্থ বইয়ের সাথে টেক্সট বুকের প্রকাশিত মূল বইটিকেও জুড়ে দেয়া হত। এমনকি গণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির অর্থ পুস্তক বাজারে ছাড়া হয়েছিল। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মূল পুস্তক ক্রয় না করে শুধু অর্থ পুস্তকই ক্রয় করতো। এছাড়াও কোন কোন পুস্তক বিক্রেতা অর্থ বই ছাড়া মূল পুস্তক বিক্রয় করতো না। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতেই অর্থ বই প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে আইন পাস করে নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হলেও নোট বই আইনকে ফাঁকি দিয়ে তার অস্তিত্ব এ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। কাজেই দেশে নোট বই নিষিদ্ধ আইন থাকলেও বাজারে নোট বই বিক্রি অব্যাহত ছিল। আইন করে যা দমন করা যায় না, তার উপর থেকে আইনের খড়্গ তুলে নিলে অন্তত চোরাগোপ্তা পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। টাস্ক ফোর্স যদি অর্থ বই প্রকাশের অনুকূলে সুপারিশ করে থাকেন তা হলে এটা হবে নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ। অতীতেও পাঠ্য-পুস্তকের অর্থ বই ছিল। বিশেষ করে আমাদের গরীব দেশে গরীব পিতা-মাতার ছেলে-মেয়েদের জন্য অর্থ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। কারণ, গৃহশিক্ষক রেখে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা শতকরা ৯৫ জনের নেই। কাজেই তাদের জন্য সাহায্যকারী পুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থ পুস্তক নিষিদ্ধ করা গণশিক্ষার উপর এক ধরনের আঘাত হানারই সামিল বলে আমরা মনে করি। তবে অর্থ পুস্তক প্রকাশের নামে অর্থ পুস্তকের সাথে মূল বই জুড়ে দেয়াকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। এ ছাড়াও নিম্নমানের অর্থ পুস্তক প্রকাশেরও আমরা নিন্দা করি। বিশেষ করে অর্থ পুস্তকে প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ না করে 'জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক' বলে চালিয়ে নেয়ার প্রবণতাও নিন্দনীয়। কাজেই অর্থ পুস্তকে লেখকের প্রকৃত নাম থাকা একান্ত দরকার।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ যেহেতু এখনো প্রকাশ করা হয়নি, সেহেতু এ সম্পর্কে এ মুহূর্তে বিশেষ কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নোট বই পুনঃ প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল ঃ নোট বই প্রকাশের সুযোগে অতীতের ন্যায় যাতে 'মহামারী'রূপে প্রকাশ করতে না পারে সে বিষয়ে অবশ্যই কড়া নজর রাখা দরকার। এ দিক থেকে আমাদের মনে হয়, অর্থ পুস্তক প্রকাশকগণ কর্তৃক অর্থ পুস্তক প্রকাশের পূর্বে টেক্সট বুক কর্তৃক্ষের অনুমোদন নেয়া হলে যত্রতত্র নোট বই প্রকাশের হিড়িক থাকবে না। বাজারে নিয়ন্ত্রণহীন অর্থ পুস্তক প্রকাশের ফলে নিম্নমানের অর্থ-পুস্তকের ছড়াছড়িই অধিক। ফলে এ ধরনের অর্থ পুস্তকের সাহায্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হচ্ছে না। কাজেই অর্থ পুস্তকের সাহায্য নিয়ে তারা যাতে প্রকৃতপক্ষেই উপকৃত হতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। কেননা, বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যে দুরবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তাতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পর্যন্ত ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়ার জন্য বাধ্য করে থাকে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু যে সব গরীব ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা নাকি শিক্ষকদের অনুকম্পাও পায় না এবং পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারে না। কাজেই অর্থ পুস্তকের সাহায্য নিয়ে এসব ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

এখন কথা হচ্ছে, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তই ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকারী পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী পুস্তকের খুব একটা বেশী প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এ সময়ের মধ্যে তারা অনেকটা আত্মসচেতন হয়ে উঠে এবং শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। অথচ নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ বই নিষিদ্ধ না করে নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করার যুক্তি আদপেই টিকে না। কাজেই অর্থ বইয়ের প্রকাশনার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা এতে উপকৃত হবে সন্দেহ নেই। তবে একটি নিয়ন্ত্রণ বিধির ভিত্তিতে অর্থ পুস্তকের উপর থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।